দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 16 JAN 2003
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ঢাকায় পাঁচ মার্কিনী শিক্ষাবিদের সুফরসঙ্গী ছিলেন বাংলাদেশপ্রেমী ক্লিনটন বুথ সিলি

এই মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (এআইবিএস)-এর পাঁচ-পাঁচজন নেতৃস্থানীয় অধ্যাপক যাঁরা একই সঙ্গে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানও শিক্ষা সংক্রান্ত এক সফরে ঢাকায় রয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, কর্মী ও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পারস্পরিক আদানপ্রদান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলাপ আলোচনা শেষে আজই স্বদেশে ফিরে যাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাইদুর রহমানের নেতৃত্বে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টিভেন পৌলস, অন্তরাজ্য উত্তর ক্যারলিনার ওয়েক ফরেস্টের হাস্ত চার্লস কেনেডি, নিউ জার্সির রাওয়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহাম্মদ রশীদুজ্জামান এবং বাংলাদেশে প্রায় এক নাম ডাকে চেনা ঘরের ছেলে ক্লিনটন বুথ সিলি। নামের তালিকা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এঁদের মধ্যে জন্মসূত্রে দু'জন বঙ্গ সন্তান থাকলেও বাংলা ভাষা বলা এবং কওয়ায় ক্লিনটই এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সড়গড়। অবশ্য এঁদের দু'জনই বর্তমানে মার্কিনী নাগরিক। ইংরিজি সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের সামান্যতম পরিচয় রয়েছে তারাই জানেন ষাটোর্ধ শুশ্রুল এই যুবাপুরুষটিকে দেখতে অবিকল লেডি চ্যাটার্লিস লাভার খ্যাত অসামান্য লেখক কবি ডিএইচ লরেন্সের মতোই। সেই সুদূর ষাটের দশকে পাকিস্তান আমলেই আন্তর্জাতিক পিস কোরের সদস্য হিসেবে বরিশালে প্রথম পদার্পণ ঘটেছিল তার। বলতে গেলে বরিশালের প্রেমেই পড়ে গিয়েছিলেন মার্কিনী এই যুবা। দেশে ফিরে গিয়ে পড়াশুনোর সুবাদে প্রথম সুযোগেই বন্ধু এবং বুদ্ধদেব বসু জামাতা জ্যোতির্ময় দত্তের পরামর্শ অনুযায়ী রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের কালজয়ী কবি জীবনানন্দ দাশ-এর জীবন ও সাহিত্যকর্ম নিয়ে গবেষণার কাজ করতে গিয়ে প্রয়াত কবির বৃহত্তম কর্মজীবন কলকাতা, বরিশাল, ঢাকা ঘুরে গবেষণালব্ধ তথ্য নিয়ে লেখালিখির কাজ এবং সবশেষে প্রকাশক খুঁজে বের করতেই লেগে যায় দীর্ঘকাল। অবশেষে তার কঠোর পরিশ্রমের ফসল 'আ পোয়েট এ্যাপার্ট' বেরিয়ে কাব্যানুরাগীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন ছাড়াও বইটির জন্য কলকাতার আনন্দবাজার গোষ্ঠী সে বছরের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে তাঁকে পুরস্কৃত করেন। এবং লেখকও পাল্টা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ পুরস্কারের অর্থমূল্য জীবনানন্দ কন্যা কবি মঞ্জুশ্রী দাশের নামে দান করে দিয়ে যান একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

এসবের ফাঁকে সতীর্থ লেখক লেনার্ড নাথানসহ সাধক রামপ্রসাদের 'এলোকেশী' গ্রন্থের ইংরেজি তর্জমা র‍্যাভ গ্রেস মার্কি বের করেন। বর্তমানে তিনি আরেক প্রবাদপ্রতিম বাঙালী কবি মাইকেল মধুসূধন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের ইংরেজি তর্জমা 'প্রেয়িং অফ মেঘানাদা' কাজ শেষ করেছেন। বইটি শীগগীরই বেরুচ্ছে নিউইয়র্কের অক্সফোর্ড বুক হাউস থেকে। ক্লিন্ট বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগোর দক্ষিণ এশীয় ভাষা ও সভ্যতা বিষয়ের যুগ্ম সভাপতি। মজার ব্যাপার সিলির নির্বাচিত দু'জন বাঙালী কবি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের হলেও দু'জনেরই কর্মজীবনের বিকাশ কিন্তু বৃহত্তর বাংলার কলকাতাতেই। ঢাকায় ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগোর প্রাক্তন শিক্ষার্থী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম। দশ বছর আগে যখন এসেছিলেন মনে পড়ে এক দুপুরে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের সস্নেহ পরিচর্যায় মধ্যাহ্ন আশ সারা হয়েছিল দারুণ পরিতৃপ্তি সহকারে।

এবারও ঢাকায় এসে পুরনো সুহৃদদের মধ্যে ড. আনিসুজ্জামান, আবদুল মান্নান সৈয়দ, রওশন জাহান, ড. হায়াৎ মামুদদের দেখাসাক্ষাৎ ও খোঁজখবর নেয়ার ফাঁকে একটি দৈনিকের সাহিত্য সম্পাদক ও জনৈক প্রতিনিধির সঙ্গে কথাবার্তা বলা প্রসঙ্গে জানালেন কথাবার্তায় তারা এত দ্রুতগতিসম্পন্ন যে তাদের বাচনভঙ্গি অনুসরণ করা তার পক্ষে অনুধাবন করা বেশ কঠিনই হয়ে উঠেছিল। ১৪ তারিখ মঙ্গলবার ভোরে একজন পুরনো বন্ধুর সমভিব্যাহারে বেরিয়েছিলেন আজিমপুর হয়ে লালবাগ কেল্লা ও সদরঘাটের বাদামতলি এলাকায় আহসান মঞ্জিল দেখতে। দু'দিনের মুখ ভার করে থাকা ঢাকার আকাশ চিরে রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকালটি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্কলের অধ্যাপক স্টিভেন পৌলস আর আমাদের ক্লিনটন সাহেবকে ঢাকার রাস্তার দুরবস্থা, বিশ্রী যানজট সবকিছুকে যে ভুলিয়ে দিয়েছিল চুল্লি সেঁকা গরম মুচমুচে ও তরতাজা ঢাকার আদি ও অকৃত্রিম বাখরখানি সে কথা না বললেও চলে।

ঢাকার একটি ইংরিজি দৈনিকে সিএলআইএনটির বদলে বানিয়ে দিয়েছে সিএলআইইএনটি অর্থাৎ এক কথায় ক্লায়েন্ট বা খদ্দের। এইটুকুনই যা বিপত্তি। পুরনো ঢাকা সফরকালে তাঁদের ক্যামেরা সঙ্গী হয়েছিলেন তরুণ আলোকচিত্রী এমএ তাহের।